দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ APR 8 1999
পৃঃ ৫ কলাম 2

৪৪

মাদ্রাসা ও অর্থমন্ত্রী

মাননীয় অর্থমন্ত্রী অর্থ বন্টন সম্পর্কে এক তথ্য দিলেন যে, মাদ্রাসার প্রতি ছাত্রের জন্য স্কুলের দিগুণ খরচ হচ্ছে। চমক আর কাকে বলে! আমরা আপনাদের চমক দেখতে দেখতে এখন আর চমকে উঠি না। তবে বলি— আপনারা স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা (প্রাইমারী লেভেল)-এর বিল বই ছেড়ে দিন। ওগুলো সরকারী তরফে বহু তদন্ত ও জরিপ হয়ে আপনাদের আন্তরিক অনুগ্রহের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আপনাদের করুণার দরজা এদের জন্য খোলার কোন লক্ষণ প্রায়শই দেখা যায় না বরং বন্ধ করারই তোড়জোড় দেখা যায় বেশি। তাই বলি— ইহুদি জাতির মত শনিবার মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকায় তা আটকে রেখে রবিবার করার ধরার মধ্যে বাটপাড়িই ছিল তাই আল্লাহ তাদের ঘৃণিত বানরে পরিণত করেছিলেন।

আপনারাও মাদ্রাসার ফিডার সেন্টার বন্ধ করে দিয়ে বই প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়ে মাদ্রাসায় ছাত্র বৃদ্ধির সকল, পথ রুদ্ধ করে দিয়ে, গাছের গোড়া কেটে মাথায় পানি দেবেন না। স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার বিল-বই ৫টি বছর সময় দিয়ে তারপর দিগুণ তিনগুণের হিসাব কষুণ। তার পূর্বে সস্তা বুলি দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করবেন না। করলে ঐ ইহুদিদের মত অবস্থা হতে পারে।

জিএম আবুল কাসেম,
কুমির মারা, খেপুপাড়া,
পটুয়াখালী।